২

গ্রীক রাষ্ট্রদর্শন : প্লেটো

ভূমিকা

প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ অব্দ) গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনের এক অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি বিশ্বে ভাববাদী বা ইউটোপিয়ান দর্শনের জনক। তাঁর দর্শন বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি ছিলেন সক্রেটিসের সুযোগ্য শিষ্য এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিষ্টটলের শিক্ষক। প্লেটো ছিলেন রাষ্ট্র সম্পর্কিত দর্শনের সুসামঞ্জস্য রূপকার। তাঁর হাতেই রাষ্ট্রদর্শন সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ এবং স্বার্থকভাবে চিত্রিত হয়। প্লেটোর মূল রচনা প্রায় পঁয়ত্রিশটি। এর মধ্যে *'দি রিপাবলিক' 'দি লজ'*, *'দি-স্টেটসম্যান'* ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সক্রেটিসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্লেটো প্রকৃতিবাদী এবং বস্তু নির্ভর দর্শনকে অস্বীকার করেন ও ভাববাদী দর্শনের সূত্রপাত ঘটান। তিনি বিশ্বাস করতেন, দৃশ্য জগতের বস্তু সত্য নয়। সৃষ্টির পেছনে আছে অ-বস্তু তথা ভাব। এই ভাবের মূলে আছে বিশ্ব আত্মা, যার সৃষ্টি বা লয় নাই। এ আত্মা অবিনশ্বর ও অতিন্দ্রিয়। জন্মসূত্রে তিনি পেয়েছিলেন অভিজাত রক্ত। তাঁর শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকতা তাঁকে গণতন্ত্রের বিপরীত প্রান্তে নিয়ে যায়। সক্রেটিসের অমর বাণী 'সদগুণই জ্ঞান' (Virtue is knowledge) তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। সক্রেটিসের ন্যায় তিনিও দৃঢ়ভাবে মনে করতেন, জীবন একটি শিল্প (art), যা কেবল জ্ঞানের মাধ্যমেই প্রকাশ পেতে পারে। এ শিল্পের পরিপূর্ণতা জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য চাই প্রজ্ঞা।

প্রাচীন মূল্যবোধের অবক্ষয়, অভিজাত ও গণতন্ত্রীদের মধ্যে অবিরাম ক্ষমতার অদল বদলের ফলে সমাজ, ব্যক্তি ও রাজনৈতিক জীবনে নেমে আসে চরম অস্থিরতা। প্রাচীন বিশ্বাস ও মূল্যবোধ চরম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল। এ অবক্ষয় প্লেটোকে ব্যথিত করেছিল। এমতাবস্থায় প্রাচীন মূল্যবোধকে পুন:প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য।তিনি ভেবেছিলেন শ্রম বিভক্তির মাধ্যমে ন্যায়বিচার (Justice) প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে দার্শনিক (জ্ঞানীর) শ্রেণীর দ্বারা দেশ শাসিত হলেই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এ উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর বিখ্যাত *'দি রিপাবলিক'* পুস্তকে তাঁর নিজস্ব ধারণা প্রসূত ন্যায়বিচার ভিত্তিক দার্শনিক রাজা শাসিত 'আদর্শ রাষ্ট্রের' কল্পনা করেছিলেন। আর এ আদর্শ রাষ্ট্রের কর্মসূচী হিসেবে শিক্ষা এবং এক ধরনের সাম্যবাদী ব্যবস্থার বর্ণনা করেছিলেন।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- ❑ *পাঠ-১ : প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব;*
- ❑ *পাঠ-২ : প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র;*
- ❑ *পাঠ-৩ : প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থা;*
- ❑ *পাঠ-৪: প্লেটোর সাম্যবাদ।*

পাঠ-১

প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্লেটোর ন্যায় বিচার তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্বের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

প্লেটোর সমগ্র দর্শন তাঁর ন্যায়বিচার তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ন্যায়বিচার তত্ত্ব তাঁর *'দি রিপাবলিক'* পুস্তকের মূল আলোচ্য বিষয়। এমনকি *'দি রিপাবলিক'* গ্রন্থের বিকল্প শিরোনাম হলো 'ন্যায়বিচার বিষয়ক গ্রন্থ' (Concerning Justice)। অধ্যাপক স্যাবাইন বলেন, "দি রিপাবলিকের ন্যায়বিচার তত্ত্বের মধ্য দিয়ে প্লেটোর রাষ্ট্রীয় মতবাদ চূড়ান্ত বা সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়েছে।''

শাসন একটি শিল্প ও গুণ। এই গুণ যাদের মধ্যে বিরাজমান কেবলমাত্র তারাই হবেন শাসক

প্লেটোর কাছে ন্যায়বিচার এর সাধারণ অর্থের মত তথা 'ঔচিত্য' বা 'অন-ঔচিত্যবোধক' নয়, বরং তা যোগ্যতা ও শ্রমবিভক্তির ধারণার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। প্লেটোর সময় ক্রম:ক্ষয়িষ্ণু এথেন্সের নগররাষ্ট্রে যে সংকট দেখা দিয়েছিল, তিনি সে সংকটকে সাধারণভাবে 'ন্যায়ের সংকট' বলেই মনে করেছিলেন। ন্যায়ের সংকট বলতে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, 'যার যে যোগ্যতা আছে, সে সেখানে না থেকে অন্যত্র অবস্থান করছে। অর্থাৎ যারা শাসন করছেন তারা শাসক হওয়ার উপযুক্ত নন। শাসন একটি শিল্প ও গুণ। এই গুণ যাদের মধ্যে বিরাজমান কেবলমাত্র তারাই হবেন শাসক। তবেই রাষ্ট্রের কাজকর্ম সুষ্ঠু ও ঐক্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। মানুষের জীবনে আসবে স্থায়ী শান্তি।

প্লেটোর মতে ন্যায়বিচার হলো কর্মবিশেষীকরণের মাধ্যমে কর্মবন্টন করা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করা এবং এ ভাবে পারস্পরিক সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা

উপরোক্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে প্লেটো মানুষকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্লেটোর মতে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে তিন ধরনের উপাদান রয়েছে, যেমন (১) প্রজ্ঞা (wisdom), (২) সাহস (courage), ও (৩) প্রবৃত্তি (appetite)। ব্যক্তি জীবনের এই তিন ধরনের অবস্থার সমন্বয় বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্নভাবে ঘটে থাকে। যেমন, কারও মধ্যে প্রজ্ঞার মাত্রা অধিক, আবার কারও মধ্যে প্রবৃত্তির মাত্রা অধিক। আবার কারও মধ্যে সাহসের মাত্রা বেশী। এমতাবস্থায় ব্যক্তির জীবনের তিনটি অবস্থার হেরফের রাষ্ট্রীয় জীবনে তিনটি শ্রেণী তৈরী করে যাকে, যথা (১) প্রজ্ঞা বিশিষ্টরা দার্শনিক শ্রেণীভুক্ত (২) সাহসীরা যোদ্ধা শ্রেণী ও (৩) প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিতরা কৃষক বা উৎপাদক শ্রেণীভুক্ত। ব্যক্তি জীবনে যখন বিক্রম ও প্রবৃত্তি প্রজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন ঐ ব্যক্তির জীবনে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে ধরা হয়। রাষ্ট্রীয় জীবনের বেলাতেও অনুরূপভাবে দার্শনিক, যোদ্ধা ও উৎপাদক শ্রেণী যখন নিজ নিজ যোগ্যতা, প্রকৃতি ও প্রশিক্ষণ অনুযায়ী কাজকর্ম করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং প্লেটোর মতে ন্যায়বিচার হলো কর্মবিশেষীকরণের মাধ্যমে কর্মবন্টন করা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করা এবং এ ভাবে পারস্পরিক সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা। তাই প্লেটোর ভাবধারা অনুযায়ী বলা যায়, 'ন্যায়বিচার হলো সমন্বয় সাধনকারী ও সম্প্রীতিপূর্ণ একটি বন্ধন যা সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিকে এক সূত্রে আবদ্ধ করে।' তিনি মনে করেছিলেন, 'ন্যায়বিচার' ঠিকমত প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে কোন প্রকার সংঘাত ও সংঘর্ষ দেখা দিবে না। প্রতিষ্ঠিত হবে স্থায়ী ভিত্তিক ঐক্য। সংঘাত দূর করাই ছিল প্লেটোর লক্ষ্য। প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, তিনি নৈপুন্যের (skill) উপর জোর দিয়েছিলেন। যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পেলে এবং প্রত্যেকে নিষ্ঠার সাথে উক্ত কাজ সম্পন্ন করলে দক্ষতা অর্জিত হবে এবং সমাজ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে। কেউ কারও কাজে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাবে না। প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব তাঁর

আদর্শ রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি তাঁর ন্যায়বিচার তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করার জন্য আদর্শ রাষ্ট্রের রূপরেখা অংকন করেছিলেন, যেখানে তাঁর মতে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরাই অর্থাৎ দার্শনিক শ্রেণী হবেন কেবল মাত্র শাসক।

প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্বের সমালোচনা

প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব নানা দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে। যথা:

- এতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়ে তা প্রকারান্তরে ব্যক্তির অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে বলে প্লেটোর ছাত্র এবং প্রায় সমসাময়িক, এরিস্টটল মন্তব্য করেছেন।
- সর্বাত্মকবাদী দর্শন হিসেবে প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্বকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিখ্যাত লেখক কার্ল পপার এ জন্য প্লেটোকে 'সর্বাত্মকবাদী ধারণার জনক' বলে আখ্যায়িত করতে চান। কারণ, প্লেটো তাঁর ন্যায়বিচার তত্ত্বে ব্যক্তি ও সমাজকে রাষ্ট্রের ইচ্ছার মধ্যে বিলীন করতে চেয়েছেন।
- প্লেটো তাঁর ন্যায়বিচার তত্ত্বের মাধ্যমে মূলত একটি মাত্র শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন- শ্রেণীটি হলো অভিভাবক শ্রেণী। কারণ, তাঁর ন্যায়বিচার তত্ত্বানুযায়ী অভিভাবক শ্রেণী (দার্শনিক)ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীর শাসন করার যোগ্যতা ও অধিকার নাই। এভাবে প্লেটো শ্রেণী আধিপত্যকে রক্ষা করতে চেয়েছেন।
- প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি পাকাপোক্ত ধারণা। তা'ছাড়া এটি মানবাধিকার বিরোধীও বটে। তিনি তার দর্শনে অভিভাবক শ্রেণীর জন্য ব্যক্তিগত পরিবার ও সম্পত্তি নিষিদ্ধ করে মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি আঘাত হেনেছেন।
- প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্বে এক ধরনের জগদ্দল এবং অনড় শ্রেণী বিন্যাসের প্রস্তাব করা হয়েছে। এবং সে সাথে এ তত্ত্বে পরিবর্তন ও উন্নয়নকে অস্বীকার করা হয়েছে। শ্রেণী বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ রহিত করে তিনি রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। বেনজামিন ফেরিংটন প্লেটোকে তাই একজন 'প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাবিদ' হিসেবে চিহ্নিত করতে চান।
- আধুনিক ধারণার সাথে প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব অসঙ্গতিপূর্ণ। কেননা, আধুনিক কালে শ্রেণী ও গোষ্ঠীর প্রাধান্যকে অস্বীকার করা হয়। তাছাড়া প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আধুনিক দৃষ্টিভংগি হলো সমতামূখী। অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নির্বিশেষে সকলেই সমান। তবে বর্তমানকালে দাঁড়িয়ে এ ধরনের সমালোচনাকে প্লেটোর প্রতি অবিচার বলে অনেকে মনে করেন।

সারকথা

প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব কর্মবিশেষীকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। যার যে যোগ্যতা আছে সে শুধু সেই কাজ করবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, কেবলমাত্র জ্ঞানীরাই শাসক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা শাসক হলে রাষ্ট্রে আর কোন সমস্যা থাকবে না। সুতরাং রাষ্ট্রে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের শাসক, সাহসীদের সৈনিক ও প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তিদের উৎপাদক শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত সুনিশ্চিত করাই হলো ন্যায়বিচার। সমালোচকেরা মনে করেন, তাঁর এই তত্ত্বের দ্বারা এক প্রকার সর্বাত্মকবাদের প্রকাশ ঘটেছে। তা'ছাড়া এর ফলে অনড় শ্রেণী-প্রাধান্য বজায় থাকবে এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ব্যাহত হবে।

পাঠোত্তার মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব নিম্নের কোন্ ধারণাটির উপর প্রতিষ্ঠিত।

(ক) সমতার নীতি;

(খ) ঔচিত্য ও অনঔচিত্য;

(গ) রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি;

(ঘ) শ্রম বিভক্তি ও কর্মবিশেষীকরণ।

সঠিক উত্তর - ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। প্লেটো কোন দেশের নাগরিক ছিলেন?

২। এথেন্স এবং স্পার্টার মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল?

৩। প্লেটো কোন ধরনের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

৪। প্লেটো সক্রেটিসের কোন ধারণাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন?

৫। কোন ধরনের শাসকগোষ্ঠী সক্রেটিসকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিল?

৬। গণতন্ত্র সম্পর্কে প্লেটোর ধারণা কিরূপ ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সমালোচনাসহ প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব আলোচনা করুন।

২। প্লেটোর মতে ন্যায়বিচার কি? কেন তিনি এ ধরনের তত্ত্ব গঠনে উৎসাহী হয়েছিলেন?

পাঠ-২

প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে দার্শনিক রাজার অবদান সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ক্রম:ক্ষয়িষ্ণু গ্রীক নগর রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনাই ছিল প্লেটোর দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যাত ন্যায়কে পুনপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর বিখ্যাত *'দি রিপাবলিক'* পুস্তকে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেন। বলাবাহুল্য, এ আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্লেটো মূলত: কোন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আশ্রয় নেন নি। তাঁর এ আদর্শ রাষ্ট্র ছিল সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসুত। তাই এটিকে অবাস্তব (utopia) বা কাল্পনিক রাষ্ট্র বলা যায়। বাস্তবে 'কেমন হয়' তা না ভেবে সংকট মুক্তি ও শান্তির জন্য 'কেমন হওয়া উচিত' তাই ছিল তাঁর মূল জিজ্ঞাসা। এ প্রসঙ্গে স্যাবাইনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। স্যাবাইন বলেন," নীতিগতভাবে রাষ্ট্র কেমন হওয়া উচিত প্লেটো সেটিই দেখাতে চেয়েছেন। রাষ্ট্রের বাস্তব অবস্থা যদি নীতিভিত্তিক না হয় তবে তা বাস্তব অবস্থার ত্রুটি।"

প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র ছিল কাল্পনিক

ন্যায়বিচার তত্ত্ব উপস্থাপন করতে গিয়ে প্লেটো দেখিয়েছেন যে, মানব ব্যক্তিত্বের তিনটি উপাদান রয়েছে। এগুলো হলো যুক্তি, সাহস ও কামনা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদীতা, সাহস ও কামনা-বাসনা পরিদৃষ্ট হয়। তবে সকলেই একভাবে পরিচালিত হন না। কেউ যুক্তির দ্বারা, কেউ সাহসের দ্বারা, আবার কেউ কামনার দ্বারা চালিত হন। এ ভাবে রাষ্ট্রে তিনটি শ্রেণীর প্রকাশ ঘটে। যারা কামনার দ্বারা পরিচালিত হয়, তারা রাষ্ট্রের কৃষি, হস্তশিল্প তথা উৎপাদক শ্রেণীভুক্ত। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় দায়িত্ব প্রাপ্ত সেনাবাহিনী সাহসের দ্বারা চালিত শ্রেণী এবং শাসক শ্রেণী হবেন ধৈর্য, মেধা বা প্রজ্ঞা দ্বারা চালিত গোষ্ঠী। এ শাসক শ্রেণীকে প্লেটো তার আদর্শ রাষ্ট্রে 'অভিভাবক শ্রেণী' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁরা আবার দার্শনিক। তাই দেখা যায়, প্লেটোর কাল্পনিক রাষ্ট্রে অভিভাবক শ্রেণী বা দার্শনিক রাজাদের কাজ দেশ শাসন করা। প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সাহসের দ্বারা চালিত সেনাবাহিনীর উপর। আর আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিক ও জনসাধারণের বস্তুগত চাহিদা পূরণের দায়িত্ব বর্তাবে উৎপাদক শ্রেণীর উপর।

মানুষের মধ্যে যুক্তি, সাহস ও কামনা এই তিন ধরনের উপাদান থাকে

কর্মবিশেষীকরণ ও শ্রমবিভক্তির অবতাণা

দেখা যায়, প্লেটো মানবআত্মা এবং ব্যক্তিত্বের উৎসগুলোকে রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে এক অভিন্ন যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। প্লেটো মনে করতেন, মানুষ সকলে সমান নয়। সৃষ্টির মধ্যেই এ অসমতার বীজ নিহিত থাকে। বিধাতা বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন গুণ দ্বারা তৈরী করেছেন। কেউ সোনা দ্বারা তৈরী, কেউ রূপা দ্বারা তৈরী, কেউ আবার তামার তৈরী। তাঁর মতে সোনা দ্বারা তৈরী নাগরিকেরা শাসন করার গুণ সম্পন্ন। রূপার তৈরী নাগরিকেরা যোদ্ধা বা সৈনিক সুলভ গুণে গুণান্বিত। আর তামার তৈরী নাগরিকেরা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট গুণভুক্ত যারা উৎপাদন কাজের জন্য উপযুক্ত। এ ভাবে তিনি কর্মবিশেষীকরণ ও শ্রম বিভক্তির নীতির অবতারণা করেছেন। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে উপরোক্ত নীতির প্রতিফলন ঘটবে। যোগ্য লোকেরা যোগ্য স্থান পাবেন। রাষ্ট্র সংঘাতের হাত থেকে রেহাই পাবে। স্থায়ী ভাবে শান্তি ও উন্নতি প্রতিষ্ঠিত হবে। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের শাসন ভার থাকবে দার্শনিক রাজাদের উপর। এদের

প্রধান গুণ হল প্রজ্ঞা। ক্ষমতার প্রতি তাঁরা মোহাম্বিত হবেন না। পক্ষপাতিত্ব তাদের কাছে অজানা থাকবে । প্রজ্ঞা ও যুক্তিই হবে তাদের মূল চালিকা শক্তি। এমতাবস্থায় দার্শনিক রাজারা স্ববিবেচনায় শাসন কার্য পরিচালনা করবেন। তাদের পেছনে কোন প্রকার আইনের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। কারণ, প্লেটো মনে করতেন, শাসক যদি আইন না মেনে চলেন তবে আইন থাকা অর্থহীন, আবার শাসক যদি নীতিহীন কিছু না করেন, তবে আইন থাকা অপ্রয়োজনীয়।

প্লেটো তারপরও অতি সাবধানীর মত দার্শনিক রাজা ও সৈনিক শ্রেণীর জন্য এক ধরনের সাম্যবাদী জীবন ব্যবস্থার কথা বলেছেন। এর অর্থ হচ্ছে তাদের কোন প্রকার ব্যক্তিগত পরিবার বা সম্পত্তি থাকবে না । তাঁরা ব্যারাকে থাকবেন এবং একত্রে খাবেন। তাদের যৌন মিলনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। কোন নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী স্ত্রী নয়, বরং সাময়িকভাবে মেয়ে এবং পুরুষ মিলিত হবেন। ফলে মিলনের কারণে যে সন্তান জন্ম নিবে সে সন্তান চিহ্নিত করা যাবেনা। প্লেটো ভেবেছিলেন এমতাবস্থায় শাসক শ্রেণী সম্পূর্ন স্বার্থহীনভাবে দেশের জন্য কাজ করবেন। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির সুযোগ থাকবে না।

আদর্শ রাষ্ট্রের তিনটি শ্রেণীর মধ্যে কে কোন শ্রেণীভুক্ত হবেন তা স্থির করার জন্য প্লেটো তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন। তাঁর প্রস্তাবিত এ শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে গুণ সম্পন্ন করে তুলবে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা হবে স্তর ভিত্তিক। প্রথম স্তরের অকৃতকার্যরা উৎপাদক শ্রেণীভুক্ত হবেন। দ্বিতীয় স্তরের অকৃতকার্যরা হবেন সৈনিক শ্রেণীভুক্ত এবং সর্ব্বোচ্চ স্তরে যারা সাফল্য লাভ করবেন তারা হবেন দার্শনিক শাসক। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে নারী পরুষের ভেদাভেদ নাই। সুতরাং প্লোটোর আদর্শ রাষ্ট্র একটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রচিন্তার ফসল।

প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের সমালোচনাঃ
প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সমালোচনাগুলো নিম্নে আলোচিত হলোঃ

- **বাস্তবের সাথে সঙ্গতিহীনঃ** প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবের সাথে সমপূর্ণরূপে সম্পর্কহীন। তাঁর এ ধরনের কল্পিত রাষ্ট্র বাস্তবে কোন দিনই ছিল না এবং বলা বাহুল্য, বাস্তবে এরূপ রাষ্ট্রের রূপদান করাও সম্ভব নয়। এ ধরনের ইউটোপিয়াকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে কি কি সমস্যা আসতে পারে সে বিষয়ে প্লেটো ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের অবাস্তবতা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তারপরও তিনি ভেবেছিলেন বাস্তবে যে রাষ্ট্র তার কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের যতবেশী নিকটবর্তী হবে সে রাষ্ট্র ততবেশী মঙ্গলময় হবে।

- **শ্রেণী ভিত্তিক রাষ্ট্রঃ** প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র একটি শ্রেণী ভিত্তিক রাষ্ট্র। অধ্যাপক স্যাবাইন মনে করতেন যে, প্লেটোর শ্রেণী ভিত্তিক আদর্শ রাষ্ট্র বর্ণপ্রথার মত নয়। কিন্তু তবুও এ ধরনের সংগঠন শ্রেণী বিভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সার্বজনিনতার চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। জেলার নামক একজন লেখকের মতে প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র মূলতঃ অভিজাততান্ত্রিক। এ আভিজাত্য বুদ্ধি ও মেধার অভিজাত্য। উপরন্তু তিনি উৎপাদক শ্রেণীর আত্মিক ও মানসিক উন্নতির প্রতি ঔদাসিন্য দেখিয়েছেন। ঐক্যের নামে তিনি বরং শ্রেণী বিভাজন ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের বীজ বপন করেছেন।

- **আইনের প্রতি অবজ্ঞাঃ** প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের 'দার্শনিক শাসক' আইনের বেড়াজালে আবদ্ধ না থেকে স্ববিবেচনায় শাসন করবেন-এমন নীতি প্রকারান্তরে আইনের শাসনের প্রতি অবজ্ঞা স্বরূপ। এতে স্বৈরশাসনের পথ সুগম হতে পারে। পরবর্তীতে স্বয়ং এরিস্টটল বলেছেন, ব্যক্তির শাসনের চেয়ে আইনের শাসন সব সময়ই উত্তম।

এরিস্টটল বলেছেন, ব্যক্তির শাসনের চেয়ে আইনের শাসন সব সময়ই উত্তম

- **অহেতুক ঐক্যের উপর জোর:** সমাজের উন্নতির জন্য ঐক্যের প্রয়োজন থাকলেও বৈচিত্রবিহীন ঐক্য অনৈক্যের সামিল। সমালোচকরা মনে করেন প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে তথাকথিত ঐক্যের উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ এর বড় একটি দুর্বলতা। এরিস্টটল এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'ঐক্যের উপর অহেতুক গুরুত্ব দিলে এমন একটা অবস্থা আসবে যখন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বলতে কিছু হয়ত থাকবে না।'

- **সাম্যবাদী ধারণা অহেতুক ও উদ্ভট:** প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রে যে ধরনের সাম্যবাদী ব্যবস্থার কথা বলেছেন তা মানব প্রকৃতি বিরোধী এবং অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। অভিভাবক শ্রেণীর জন্য ব্যক্তিগত পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে তিনি তাদেরকে 'যন্ত্র' বানাতে চেয়েছেন। তাঁদের স্বাভাবিক আচরণ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে রুদ্ধ করতে চেয়েছেন। উপরোক্ত সমালোচনার পরও প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র, রাষ্ট্রদর্শনে একটি বড় মাপের অবদান। তিনি আদর্শ রাষ্ট্রের মাধ্যমে সর্বপ্রথম সুসামঞ্জস্য ও সামগ্রিক রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

সারকথা

প্লেটো তার ন্যায়বিচার তত্ত্বের আলোকে রাষ্ট্রের ঐক্য ও মঙ্গলের জন্য একটি আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেন। বিভিন্ন মানুষের গুণাগুণ নির্ভর তিনটি শ্রেণী এতে থাকবে। বুদ্ধি এবং মেধা সম্পন্ন মানুষ হবেন শাসক বা দার্শনিক রাজা। সাহসী চরিত্রের মানুষ হবেন সৈনিক এবং আবেগ দ্বারা তাড়িত মানুষ হবেন উৎপাদক শ্রেণীভুক্ত। দার্শনিক শাসকেরা আইনের গন্ডির বাইরে থেকে স্ববিবেচনায় দেশ শাসন করবেন। তাঁদের কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা স্ত্রী, পুত্র, পরিবার থাকতে পারবে না। প্লেটো মনে করতেন এমতাবস্থায় তাঁরা সার্বিক ও নিস্বার্থভাবে দেশের জন্য কাজ করতে পারবেন। প্লেটোর এই আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবতা বিবর্জিত।

পাঠোত্তার মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের শাসকদের কি গুণের অধিকারী হতে হবে?

(ক) সাহস;

(খ) সংগীত;

(গ) প্রজ্ঞা ও সাহস;

(ঘ) আবেগ।

সঠিক উত্তর : গ.

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। আদর্শ রাষ্ট্রে কয়টি শ্রেণী থাকবে ?

২। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র কি কোথাও বাস্তবায়িত হয়েছিল?

৩। আদর্শ রাষ্ট্রের শাসকদের কি গুণাবলী থাকা আবশ্যক?

৪। কেন প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রের শাসকদের জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পরিবার প্রথা নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন?

৫। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র কি শ্রেণীহীন প্রতিষ্ঠান?

রচনামূল প্রশ্ন

১। সমালোচনাসহ প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের বর্ণনা দিন।

২। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র কি? আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করা সম্ভব কি? আলোচনা করুন।

পাঠ-৩

প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে পারবেন;
- একটি রাষ্ট্রে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

রাষ্ট্র মূলত: একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান

প্লেটোর শিক্ষা তত্ত্ব তাঁর *'দি রিপাবলিক'* পুস্তকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। প্লেটো তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের কর্মসূচীর মধ্যে শিক্ষা ও সাম্যবাদকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। *রিপাবলিক* এর মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃত আলোচনা অবলোকন করে অনেকে *'রিপাবলিক'* কে মূলত: শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনার পুস্তক বলে মনে করতে চান। ফরাসী দার্শনিক রুশোর মতে 'প্লেটোর *রিপাবলিক* কোন রাজনৈতিক গ্রন্থ নয়, বরং শিক্ষা সম্পর্কে এ যাবৎ যত গ্রন্থ লিখিত হয়েছে তার মধ্যে এটি হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ।' প্লেটো খুব সঙ্গত কারণেই শিক্ষার উপর এতো গুরুত্বারোপ করেছিলেন। প্লেটো শিক্ষাকে তৎকালীন প্রচলিত ধারণা তথা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উৎকর্ষতার মাধ্যম নয়, বরং শিক্ষাকে তিনি সেই সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণের উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবেও মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশ ঘটায়, শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি সত্যকে বেছে নেয় এবং সামাজিক প্রক্রিয়ায় নিজেকে খাপ খাওয়ায়। তিনি আরও মনে করতেন, রাষ্ট্র প্রধানত একটি শিক্ষামূলক সংগঠন। শিক্ষার সাহায্যেই জনগণের চরিত্র ও প্রকৃতি গঠন করা যায়। শিক্ষা ব্যতীত একটি সুসামঞ্জস্য রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। প্লেটোর এ বিশ্বাসের মূলে ছিল সম্ভবত সক্রেটিসের সেই অমর বানী,"সদগুণই জ্ঞান।" প্লেটো বিশ্বাস করতেন শিক্ষার মাধ্যমে এ সদগুণ অর্জন করা যায়। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বার্কার মন্তব্য করেছেন, 'প্লেটোর কাছে শিক্ষা মানসিক ওষুধ প্রদানের মাধ্যমে মানসিক রোগ আরোগ্য করার এক প্রচেষ্টা বিশেষ।' তদুপরী তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে শ্রেণী বাছাই প্রক্রিয়ার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল।

প্লেটোই সর্বপ্রথম শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ব্যবধান না থাকার কথা বলেছেন

উপরোক্ত বিষয় বিবেচনার রেখে প্লেটো প্রথমত: সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তৎকালীন এথেন্সের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে এসেছেন। তখন সেখানে না ছিল সার্বজনীন শিক্ষা না ছিল রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থা। প্লেটো ভাবতেন, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত না হলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়। এক্ষেত্রে সম্ভবত: তিনি স্পার্টার রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্লেটোই সর্বপ্রথম শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ব্যবধান না থাকার কথা বলেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রে ভূমিকা রাখার বেলায় নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তাই শিক্ষা হবে উভয়ের জন্য উন্মুক্ত ও অভিন্ন। বলাবাহুল্য, প্লেটোর এ বক্তব্য ছিল তৎকালীন সমাজের জন্য অভিনব ও বৈপ্লবিক।

প্লেটোর শিক্ষা পরিকল্পনা: স্তর বিন্যাস

শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্লেটো প্রধানত: দুভাগে ভাগ করেছেন, যথা:
(ক) প্রাথমিক শিক্ষা ও (খ) উচ্চতর শিক্ষা।

বয়স ভেদে এই স্তর দু'টিতে শিক্ষনীয় বিষয়গুলোও ভিন্নতর।

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা: প্রাথমিক শিক্ষার সীমা হবে ২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত। এ স্তর হবে বাধ্যতামূলক। শৈশব থেকে এ শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে এবং ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদেরকে কোন গুরুতর জ্ঞান দান করা হবে না, শুধু তাদের মানসিক বিকাশের সহায়ক উপকরণ দেওয়া হবে। নৈতিকতা, উত্তম আচার আচরণ ইত্যাদির সাথে সাহিত্য, সঙ্গীত ও সহজ গণিত শিক্ষাদান করা হবে। বলিষ্ঠ মন-মানসিকতা গঠনে সংগীত খুবই কার্যকর বলে তিনি মনে করতেন। সঙ্গীত শব্দটি প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হতো না। কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, বাদ্য, নৃত্য এ সব কিছুই ছিল সঙ্গীতের অর্ন্তভুক্ত। তবে প্লেটো অবাধ সঙ্গীত শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। অর্থাৎ তিনি এক ধরনের 'সেন্সরসীপ' এর কথা বলেছেন। যে সব কাব্যাংশে দেবতাদের তুচ্ছ করা হয়েছে সে সব কাব্য পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দিতে হবে। উপরন্তু আবেগ, উল্লাস ও অসংযত মাত্রার সাহিত্য ও সংগীত যা শিক্ষার মননকে কলুষিত করতে পারে, তাও বাদ দেওয়ার কথা প্লেটো অত্যন্ত জোরের সাথে বলেছেন।

প্রাথমিক স্তর হবে বাধ্যতামূলক। সাহিত্য, সংগীত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে

শিক্ষার্থীদের ১৮ বৎসর থেকে ২০ বৎসর পর্যন্ত–অর্থাৎ দুই বৎসর শরীরচর্চা (Gymnastics) ও সামরিক কৌশল শিক্ষার জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহকে সুস্থ ও সবল করে গড়ে তোলা। ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য সংগীত ও শারীরিক শিক্ষার অপরিহার্যতা সম্পর্কে প্লেটো ছিলেন নিশ্চিত। প্রাথমিক শিক্ষার সমাপ্তি লগ্নে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কৃতকার্যরা উচ্চতর শিক্ষার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন, আর যারা ব্যর্থ হবেন, তারা উৎপাদক শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাবেন। সুতরাং প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ শিক্ষা সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়, বরং নিয়ন্ত্রিত।

(খ) উচ্চতর শিক্ষা: উচ্চ শিক্ষা আবার তিনটি স্তরে বিভক্ত। যথা:
(১) ২০ বৎসর বয়স থেকে ৩০ বৎসর বয়স পর্যন্ত।
(২) ৩০ বৎসর বয়স থেকে ৩৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত।
(৩) ৩৫ বৎসর বয়স থেকে ৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত।

উচ্চ শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে পাঠ্য বিষয় হবে উচ্চতর গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষ শাস্ত্র ও সঙ্গীত। এই স্তরে বিষয়গুলো যত্ন সহকারে অনুশীলিত হবে।

উচ্চশিক্ষার দ্বিতীয় স্তরের মূল পাঠ্য বিষয় হবে উচ্চতর দর্শন। এ পর্যায়ে দর্শন শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ উত্তম সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন এবং সে সাথে বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যকার ঐক্যসূত্র উপলব্ধি করতে পারবেন। উচ্চ শিক্ষার চূড়ান্ত বা তৃতীয় পর্যায়ে বাস্তব অবস্থার সংগে জ্ঞানের সংযোগ স্থাপন করা হবে। সে অর্থে দ্বিতীয় পর্যায়েই শিক্ষার আনুষ্ঠানিকতা প্রায় শেষ হয়ে যাবে। এ পর্যায়ের বাছাই প্রক্রিয়ায় যারা বাদ পড়বেন তারা অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের রাষ্ট্রীয় পদে দায়িত্ব পাবেন। যারা কৃতকার্য হবেন তাদের শিক্ষা প্রক্রিয়া চলবে ৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত। এ সময় তারা বাস্তব জ্ঞান লাভের সুযোগ পাবেন। শেষ পর্যায় পর্যন্ত যাঁরা টিকে যাবেন তাঁরা সর্বোত্তম বলে গণ্য হবেন এবং তাঁরা উত্তম জ্ঞান লাভ করেছেন বলে ধরে নেওয়া হবে। আর এ উত্তম জ্ঞানই হলো শাসক তথা 'দার্শনিক রাজা' হওয়ার চূড়ান্ত ও একমাত্র যোগ্যতা। এদের হাতে রাষ্ট্রের শাসনভার অর্পিত হবে।

উচ্চতর গণিত এবং উচ্চতর দর্শন উচ্চশিক্ষাস্তরে পাঠ্যক্রমভুক্ত হবে।

প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা

প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থা নানা দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে:-

- স্যাবাইন, ওয়েপার প্রমুখ লেখকগণ মনে করেন প্লেটো তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থায় এক ধরনের শ্রেণী পক্ষপাত দেখিয়েছেন। তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল দার্শনিক শাসক তৈরী করা। রাষ্ট্রের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার যদি কোন পরিকল্পনা তাঁর থাকতো তবে, উৎপাদক শ্রেণী-তথা কৃষক, ব্যবসায়ী, হস্তশিল্পীদের জন্য পাঠ্যবিষয় নির্ধারিত হতো। বিষয়টি উপেক্ষিত হওয়ার জন্য প্লেটো সমালোচিত হয়েছেন।

- অনেক সমালোচক প্লেটোর শিক্ষা পরিকল্পনাকে সর্বাত্মকবাদী (Totalitarian) বলতে চান। তাঁরা বলতে চান, প্লেটোর শিক্ষা পরিকল্পনায় স্বতস্ফুর্ততার অভাব আছে। উদ্দেশ্যবাদী শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে মুক্ত জ্ঞান চর্চার উপর বাঁধা স্বরূপ। শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে প্লেটো মানুষকে বিশেষ উদ্দেশ্যে যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত করার প্রয়াস দেখিয়েছেন। এটি সর্বাত্মকবাদের নামান্তর।
- নারী-পুরুষের জন্য অভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমের পক্ষে বলার জন্য রক্ষণশীলরা প্লেটোকে সমালোচনা করতে চান।

উপরোক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও রাষ্ট্রে শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন, বাধ্যতামূলক ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, পাঠ্যক্রমের মধ্যে বাস্তব শিক্ষার সুযোগ দান ইত্যাদির জন্য এবং সর্বোপরি নারী শিক্ষার স্বীকৃতির জন্য প্লেটোর শিক্ষা পরিকল্পনা আজও সমাদৃত।

সারকথা

রাষ্ট্রের জন্য উৎকৃষ্ট শাসক ও দায়িত্বশীল নাগরিক এবং উপাদক শ্রেণী গড়ে তোলার জন্য প্লেটো তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার অবতারনা করেছিলেন। তিনি তার শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণযুক্ত ও নারী শিক্ষায় সমান সুযোগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তার এ পরিকল্পনার জন্য অনেকে 'দি রিপাবলিক'কে একটি শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ বলতে চান। সমালোচকেরা তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনাকে শ্রেণীপক্ষপাত দোষে দুষ্ট এবং সর্বাত্মকবাদী বলে অভিহিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

পাঠোত্তার মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। প্লেটোর সময়ে এথেন্সের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য কোনটি ছিল?
(ক) নারী শিক্ষার স্বীকৃতি;
(খ) শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক;
(গ) শিক্ষা ছিল রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত;
(ঘ) ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে শুধু পুরুষদের শিক্ষা গ্রহণ করার রীতি ছিল।

২। প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বোচ্চ এবং শেষ স্তরের সময়কাল (বয়স ভিত্তিক) ছিল:-
(ক) ৪০ বৎসর থেকে ৫০ বৎসর;
(খ) ৪৫ বৎসর থেকে ৫৫ বৎসর;
(গ) ৩০ বৎসর থেকে ৫০ বৎসর;
(ঘ) ৩৫ বৎসর থেকে ৫০ বৎসর।

সঠিক উত্তর : ১। ঘ ২। ঘ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ফরাসী দার্শনিক রুশের মন্তব্য কি ছিল?
২। প্লেটো শিক্ষাকে কয়টি স্তরে ভাগ করেছেন?
৩। প্লেটোর মতে ব্যায়াম ও সঙ্গীত শিক্ষা কোন স্তরে অনুশীলীত হবে?
৪। প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীদের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত ছিল কি?
৫। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা কি?
৬। কেন এবং কোন পর্যায়ে প্লেটো পাঠ্যবিষয়ে সেন্সরশীপের প্রস্তাব করেছেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্লেটোর শিক্ষা পরিকল্পনার বর্ণনা দিন। বর্তমান কালে তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনা কি প্রয়োগযোগ্য?
২। সমালোচনাসহ প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থার বর্ণনা দিন।

পাঠ-৪

প্লেটোর সাম্যবাদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের সাম্যবাদ পরিকল্পনার বর্ণনা দিতে পারবেন;
- প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের সাম্যবাদ পরিকল্পনার সাথে বর্তমান যুগের সাম্যবাদ ব্যবস্থার তুলনা করতে পারবেন।

শিক্ষা ও সাম্যবাদ পরস্পর বিরোধাত্মক

প্লেটো তাঁর *'দি রিপাবলিক'* পুস্তকে প্রস্তাবিত আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় অভিভাবক শ্রেণীর জন্য এক ধরনের সাম্যবাদী জীবন ব্যবস্থার কথা বলেছেন। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের তিনটি শ্রেণীর মধ্যে শাসক ও যোদ্ধা শ্রেণীর জন্য এক ধরনের সাম্যবাদী জীবন ছিল বাধ্যতামূলক। উৎপাদক শ্রেণীর ক্ষেত্রে সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা তিনি বলেন নি। প্লেটো তাঁর সাম্যবাদী পকিল্পনার দ্বারা রাজনীতির উপর অর্থনীতির প্রভাবের চিরাচরিত সত্যটি উচ্চারণ করেছেন। তিনি তাঁর *দি রিপাবলিক* পুস্তকে বর্ণিত ন্যায়বিচার অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষা ও সাম্যবাদের যে প্রস্তাব করেছেন তা প্রকারান্তরে পরস্পর বিরোধী।

প্লেটো প্রস্তাবিত শিক্ষা ও সাম্যবাদ পুরস্পর বিরোধী। কারণ, শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা যদি উপযুক্ত ও পুরোপুরি দার্শনিক রাজা সৃষ্টি করা যেতো, তাহলে হয়তো সাম্যবাদী ব্যবস্থার প্রয়োজন হতো না। প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বোত্তম জ্ঞানী শাসক নির্বাচন করার পরও প্লেটো স্বস্তি পান নি। তাই তিনি অভিভাবক শ্রেণীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার উপর নিয়ন্ত্রণ ও বাঁধা নিষেধ আরোপের পরিকল্পনা করেছেন। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে সাম্যবাদের বিষয়টি স্থান পেয়েছে। সুতরাং এ কথা নি:সঙ্কোচে বলা যায়, শিক্ষা ব্যবস্থা যদি ইতিবাচক হয় (Positive) তাহলে সাম্যবাদ ছিল একটি নেতিবাচক (Negative) পরিকল্পনা। তবে এভাবেও বলা যায়, শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা অর্জিত গুণাবলীকে সুনিশ্চিতভাবে রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিফলনের জন্য তিনি অতিসাবধানী পদক্ষেপ হিসেবে সাম্যবাদের আশ্রয় নিয়েছেন।

'দি রিপাবলিক' পুস্তকে প্রস্তাবিত অভিভাবক শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য সম্যবাদের দু'টো দিক লক্ষ্য করা যায়। (ক) সম্পত্তিগত ও (খ) পরিবারগত।

(ক) সম্পত্তিগত সাম্যবাদঃ এর অর্থ হলো অভিভাবক শ্রেণীর কোন প্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকতে পারবে না। এমনকি তাঁদের ব্যক্তিগত বাড়িঘর পর্যন্ত থাকা চলবে না। তাঁরা একত্রে ব্যারাকে বসবাস করবেন, এবং সবাই মিলে একই টেবিলে একই ধরনের খাদ্য গ্রহণ করবেন। রাষ্ট্রই তাঁদের থাকা ও খাওয়ার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে। তাদের জন্য পারিশ্রমিক এভাবে ব্যয় হবে। তাঁরা হাতে ব্যক্তিগতভাবে খরচ করার জন্য কোন প্রকার টাকা পয়সা পাবেন না। অর্থাৎ তাঁদের জীবন যাপন হবে সাম্যবাদী।

প্লেটো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, রাজনৈতিক ক্ষমতাকে শাসক শ্রেণী ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক প্রাপ্তির স্বার্থে ব্যবহার করে থাকে। তাঁরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ও অর্থ নিজেদের কাজে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে। এর ফলে রাষ্ট্রের উন্নতি ব্যহত হয়। শাসকদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ দেখা দেয়। ঐক্য বিনষ্ট হয়ে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য দারুনভাবে বাঁধাগ্রস্থ হয়। ফলে শাসক শ্রেণীর যুক্তিবোধ লোপ পায় এবং আবেগ বা ক্ষুধা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। অতত্রব শাসক বা অভিভাবক শ্রেণীর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির দুষ্ট শিকড়ের মূল উৎপাটন করতে হবে। শাসক শ্রেণীর জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকার বিধান রহিত হলে তাঁরা

আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে রাষ্ট্রের সেবায় নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত রাখবেন। ঐক্য সুষ্ঠভাবে বজায় থাকবে। রাষ্ট্র অভীষ্ট উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। এ কারণেই তিনি তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রে শাসক শ্রেণীর জন্য সম্পত্তির সাম্যবাদের প্রস্তাব রেখেছেন।

অভিভাবক শ্রেণীর কোন ব্যক্তিগত পরিবার থাকবে না। স্ত্রীলোক এবং সন্তান তাঁদের সকলের বলে গণ্য হবে

(খ) পরিবারগত সাম্যবাদ: প্লেটোর সাম্যবাদী পরিকল্পনার দ্বিতীয় দিক হচ্ছে পরিবারগত সাম্যবাদ। এর অর্থ হচ্ছে অভিভাবক শ্রেণীর জন্য প্রচলিত পরিবার প্রথার উচ্ছেদ। অর্থাৎ অভিভাবকদের কোন প্রকার ব্যক্তিগত পরিবার পরিজন থাকতে পারবে না। নির্দিষ্ট স্ত্রীলোকের সাথে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেন না। কার্যত: তাঁদের নির্দিষ্ট কোন সন্তান সন্ততি থাকবে না। অভিভাবকগণ ব্যারাকে বসবাস করবেন এবং সকলের একত্রে খাদ্য গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। যৌন ক্ষুধা নিবারনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে এবং রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট স্ত্রীলোকের সংগে তাঁরা মিলিত হতে পারবেন। তাঁদের মিলনের ফলে সন্তানের জন্ম হলে, তাঁরা সে সব সন্তানকে নিজের বলে চিহ্নিত করতে পারবেন না। ফলে অভিবাবক শ্রেণীর জন্য, স্ত্রীলোক যেমন সকলের জন্য তেমনি সন্তানও সকল অভিভাবকের বলেই গণ্য হবে। রাষ্ট্র ঐ সকল সন্তানদের লালন পালনের দায়িত্ব নেবে। প্লেটো ভেবেছিলেন ব্যক্তিগত পরিবার এবং সন্তান-সন্ততি শাসককে স্বার্থপরতা ও পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট করে তোলে। ফলে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ শাসন কায়েম করা সম্ভব হয় না। তাই পরিবার প্রথা উচ্ছেদের প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে তিনি তার কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রে শাসক শ্রেণীকে নিরপেক্ষ ও দক্ষ করতে চেয়েছেন। কারণ এমতাবস্থায় 'আমার' 'তার' বা 'আমার নয়' এমন চিন্তার আর সুযোগ থাকবে না। বরং তাঁরা সব কিছুই আমাদের 'সকলের' এমনভাবে ভাবতে শিখবেন। ফলে রাষ্ট্রের ঐক্য ও উদ্দেশ্য সুদৃঢ় হবে।

প্লেটোর সাম্যবাদের সমালোচনা এবং আধুনিক সাম্যবাদের সাথে এর তুলনা

প্লেটো তাঁর *'রিপাবলিক'* পুস্তকে আদর্শ রাষ্ট্রের রূপায়নের যথার্থ মাধ্যম হিসাবে অভিবাবক শ্রেণীর জন্য এক বিশেষ ধরনের সাম্যবাদের পরিকল্পনা করেছিলেন। আধুনিক সাম্যবাদের দৃষ্টিতে তাঁর কল্পিত এ সাম্যবাদ যথার্থ নয়। প্লেটোর সাম্যবাদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচিত হয়েছে। যথা:

- প্লেটোর সাম্যবাদ ছিল শ্রেণী ভিত্তিক। রাষ্ট্রের তিনটি শ্রেণীর মধ্যে শুধুমাত্র অভিভাবক শ্রেণীর ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু আধুনিক সাম্যবাদ হলো শ্রেণীহীন, অর্থাৎ সকলের জন্য।
- আধুনিক সাম্যবাদ শ্রমজীবী মানুষের শোষণ মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত, কিন্তু প্লেটোর সাম্যবাদ শ্রমজীবী মানুষের শোষণ সম্পর্কে নীরব বরং তা রাষ্ট্রের সু-শাসনের লক্ষ্যে পরিচালিত। অর্থাৎ প্লেটোর সাম্যবাদ অর্থনৈতিক নয়, বরং রাজনৈতিক।
- প্লেটো তাঁর সাম্যবাদী পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এরিস্টটল মনে করতেন প্লেটোর সাম্যবাদ বরং রাষ্ট্রের ঐক্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।
- প্লেটোর সাম্যবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বিরুদ্ধ। প্রত্যেক মানুষেরই সহজাত ও প্রাকৃতিক আধিকার থাকা উচিত। অভিভাবক শ্রেণীর জন্য সম্পত্তি ও পরিবার প্রথার বিলুপ্তির প্রস্তাব করে প্লেটো তাঁদের প্রতি অবিচার করেছেন।
- এরিস্টটল মনে করেছেন যৌথ মালিকানায় শিশুরা স্নেহ বঞ্চিত হয়ে বেড়ে উঠবে, ফলে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যহত হয়ে তারা রাষ্ট্রের জন্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হবে।

- প্লেটোর সাম্যবাদী পরিকল্পনার সমালোচনা করতে গিয়ে এরিস্টটল বলেছেন ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা প্রয়োজন। সম্পত্তিহীন মানুষ মূল্যহীন মানুষের সামিল।
- এরিস্টটল আরও মনে করেছেন যে, যৌথ মালিকানা ব্যবস্থা মানুষের প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং এতে উৎপাদন ব্যহত হয়। এতে কেউই মনোযোগ দেন না, ফলে রাষ্ট্র ও সম্পদ এ সব কিছুই দারুন অবহেলার লক্ষ্যে পরিণত হতে পারে। বলা বাহুল্য, যৌথ মালিকানার লক্ষ্যে পরিচালিত আধুনিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

সারকথা

প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের অভিভাবক শ্রেণীর জন্য এক ধরনের সাম্যবাদী জীবন ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। যেখানে অভিভাবক শ্রেণীর কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পরিবার পরিজন থাকতে পারবে না। তাঁরা রাষ্ট্রের খরচে ব্যারাকে থাকবেন, এবং একই সাথে খাদ্য গ্রহণ করবেন। শাসকদেরকে স্বার্থ ও পক্ষপাতহীন তথা সু-শাসক হিসেবে গড়ে তোলার জন্যই তিনি এ পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। তবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর এ পরিকল্পনা সামালোচিত হয়েছে।

পাঠোত্তার মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। প্লেটোর সাম্যবাদ তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের কোন্ শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য ছিল?
(ক) সকল শ্রেণীর জন্য;
(খ) নারী ও শিশু শ্রেণীর জন্য;
(গ) উৎপাদক শ্রেণীর জন্য;
(ঘ) অভিভাবক শ্রেণীর জন্য।

২। প্লেটোর সাম্যবাদের উদ্দেশ্য ছিল–
(ক) শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা;
(খ) রাষ্ট্রের নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি করা;
(গ) রাষ্ট্রের সুষ্ঠু শাসন ও ঐক্য নিশ্চিত করা;
(ঘ) নারী সামাজকে অর্থনৈতিকভাবে সাবলীল করা।

সঠিক উত্তর - ১। ঘ ২। গ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। সাম্যবাদের অর্থ কি?
২। প্লেটোর মতে সম্পত্তিগত সাম্যবাদ কি?
৩। প্লেটোর মতে পরিবারগত সাম্যবাদ কি?
৪। এরিস্টটল প্লেটোর সাম্যবাদকে কি গ্রহণ করেছিলেন?
৫। প্লেটোর সাম্যবাদী পরিকল্পনাকে কেন নেতিবাচক (Negative) বলা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আদর্শ রাষ্ট্রের জন্য প্রণীত প্লেটোর সাম্যবাদী পরিকল্পনার বর্ণনা দিন।
২। প্লেটোর সাম্যবাদ কি? আধুনিক সাম্যবাদের সাথে প্লেটোর সাম্যবাদ কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ?